DHAKA PROBE

সত্যের সাথে, সত্যের পথে

সংবাদপত্র সংস্করণ (PDF) তৈরি: 22 Nov 2026, 06:29 PM

জাতীয়

রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসার আহ্বান

প্রতিবেদক: Bangladesh
প্রকাশের তারিখ: সোমবার, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১১:১১ AM



জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে দেওয়া ভাষণে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া ১২ লাখের বেশি রোহিঙ্গাকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো এবং সংকটের স্থায়ী সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আরও উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি কয়েকটি প্রস্তাবও তুলে ধরেছেন তিনি। এর মধ্যে রয়েছে রোহিঙ্গাদের নিরাপদ ও স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসনের জন্য কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং মানবিক সহায়তা বাড়ানো। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের রোহিঙ্গাবিষয়ক বক্তব্য নিয়ে বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের সঙ্গে কথা বলেছেন জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত আইরিন খান।

বিবিসির পক্ষ থেকে তাকে প্রশ্ন করা হয়, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য অর্থসহায়তা কমছে এবং বিশ্বের মনোযোগও অন্যদিকে সরে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। জাতিসংঘের শরণার্থী সহায়তা ব্যবস্থা কি কক্সবাজারে থাকা ১০ লাখের বেশি রোহিঙ্গার চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে?

জবাবে আইরিন খান বলেন, "প্রকৃত সংকট আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অঙ্গীকারে। প্রথমত, এই ১২ লাখ শরণার্থীকে সহায়তা দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, দেশের একটি কঠিন সময়ে বাংলাদেশ সরকারের পাশে দাঁড়াতে হবে। তৃতীয়ত, রোহিঙ্গা সংকটের একটি স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করতে হবে।"

তিনি বলেন, "বিশ্বের বৃহত্তম শরণার্থী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এখন আশ্রয় নিয়েছে অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ বাংলাদেশে। তারা জনাকীর্ণ আশ্রয়শিবিরে বসবাস করছেন। সহায়তা প্রয়োজনের তুলনায় কম এবং মানবিক সহায়তা ক্রমেই কমছে।রোহিঙ্গা শিশুরা আশ্রয়শিবিরে কঠিন পরিস্থিতিতে বেড়ে উঠছে" উল্লেখ করে আইরিন খান বলেন, "রোহিঙ্গারা নয় বছর ধরে আশ্রয়শিবিরে আছেন। শিশুরা সেখানেই বড় হচ্ছে। ১২ লাখ শরণার্থীর সংখ্যা প্রতিবছর আরও বাড়ছে। শিবিরগুলোতে বছরে প্রায় ৩০ হাজার শিশুর জন্ম হচ্ছে। তাদের ভবিষ্যৎ কী?

শরণার্থী শিবিরে নয় বছর কাটানো দীর্ঘ সময়। এ কারণেই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, জাতিসংঘ এবং অঞ্চলের ভেতরে ও বাইরের সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে সমাধানের লক্ষ্যে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন বলে জানান জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি। আইরিন খান বলেন, "রোহিঙ্গা সংকটের উৎস মিয়ানমারে। আমরা বিশ্বাস করি, এর সমাধানও সেখানেই নিহিত। শরণার্থীরাও নিজ দেশে ফিরতে আগ্রহী। তবে তারা নিরাপত্তা ও মর্যাদার সঙ্গে ফিরতে চান। আমরা চাই, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দিক।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে কী ধরনের সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার আশা করছে বাংলাদেশ এবং মিয়ানমারই বা সমাধানের বিষয়ে কতটা আগ্রহী, বিবিসির এমন প্রশ্নের জবাবে আইরিন খান বলেন, "আমরা চাই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, বিশেষ করে জাতিসংঘ, সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে আলোচনার টেবিলে আনুক।

তিনি বলেন, "সেখানে থাকবে আশ্রয়দাতা দেশ বাংলাদেশ, এই অঞ্চলের অন্যান্য দেশ এবং অবশ্যই মিয়ানমার। আরও থাকবে দূরবর্তী সেই সব দেশ, যাদের মিয়ানমারের ওপর প্রভাব রয়েছে কিংবা এই প্রক্রিয়ায় অর্থায়নের সামর্থ্য আছে। আইরিন খান আরও বলেন, "আমরা এমন একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া চাই, যার মাধ্যমে মিয়ানমার সরকারকে তার জনগণকে ফিরিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব পালন করতে হবে। পাশাপাশি মিয়ানমারের ভেতরেও প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে হবে, যাতে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গারা নিরাপদে ফিরতে পারে।

জাতিসংঘের ভূমিকা ও প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে ক্রমবর্ধমান সমালোচনার বিষয়ে জানতে চাইলে আইরিন খান বলেন, "জাতিসংঘের একার পক্ষে এসব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। সদস্যরাষ্ট্রগুলোকে নিজেদের দায়িত্ব আরও গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে, বিশেষ করে নিরাপত্তা পরিষদের ভেটো ক্ষমতাধারী দেশগুলোকে। তাদের আরও কার্যকরভাবে একসঙ্গে কাজ করা প্রয়োজন।"

এ বিভাগের আরও খবর



বাংলাদেশকে আত্মমর্যাদাশীল রাষ্ট্র হিসেবে গড়তে চায় সরকার: প্রধানমন্ত্রী
ফ্যাসিবাদমুক্ত বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মর্যাদাপূর্ণ ও অনুকরণীয় রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তার...



২১ নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনীর ইতিহাসে অবিস্মরণীয় অধ্যায়: প্রধানমন্ত্রী

২১ নভেম্বরকে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় দিন হিসেবে উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের...



আওয়ামী লীগের স্বভাব আগুন দেওয়া, মানুষ পুড়িয়ে মারা: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

 সীমান্তের ওপার থেকে উসকানি দেওয়া হচ্ছে উল্লেখ করে সেই উসকানিতে পা না দিতে গোপালগঞ্জবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালা...



১ ডিসেম্বর থেকেই কার্যকর হচ্ছে পোশাকশ্রমিকদের বাড়তি মজুরি: বোর্ড চেয়ারম্যান

পোশাকশ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি কার্যকরের তারিখ নিয়ে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। মজুরি ঘোষণার সময় পেছালেও আগামী ১ ডিসেম্বর থেকেই বর্ধিত বেতন পাবেন...

Copyright Dhaka Probe

অনলাইন সংস্করণ পড়তে ভিজিট করুন: https://dhakaprobe.com/national/rohingga-sngkt-smadhane-antrjatik-smprdajke-egije-asar-ahban